দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 DEC 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

আসন্ন ডাকসু নির্বাচন সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলে আগ্রহ

॥ আবদাল আহমদ ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও ১৩টি হল সংসদের নির্বাচন আগামী মাসের শেষ অথবা ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচনের চূড়ান্ত তারিখ শীগগীরই ঘোষিত হবে।

স্বাধীনতার পর এটি হবে ষষ্ঠ ডাকসু নির্বাচন। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৬৯ বছরের মধ্যে এটি সম্ভবত ৪০তম ডাকসু গঠিত হতে যাচ্ছে। রাজনৈতিক মহলে এ নির্বাচন নিয়ে এখন বেশ কৌতূহল।

ডাকসু দেশের 'দ্বিতীয় পার্লামেন্ট' হিসাবে অনেকের কাছে বিবেচিত। ফলে, ডাকসুর আসন্ন নির্বাচন শুধু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রী বা দেশের ছাত্র সমাজের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ নয়—রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য এ নির্বাচন অত্যন্ত তাৎপর্যবহ।

আটচল্লিশ ও বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ডাকসু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ছাত্র আন্দোলন ছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রায় অসম্ভব ছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, এমন একটা সময় ছিল যখন বলা হতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ যা ভাবছে সারা দেশ অ ভাববে আগামীকাল। তখন দেশের মানুষ উৎসুক হয়ে জানতে চাইতেন আম

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

আসন্ন ডাকসু নির্বাচন

(১-এর পৃঃ পর)

তলা বা বটতলার সমাবেশে ছাত্ররা কি বলছেন।

কিন্তু আসন্ন ডাকসু নির্বাচন এমন এক সময় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যখন ছাত্র রাজনীতিতে চলছে এক স্থবিরতা। '৭২-এর পর থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার ভাঙন ও ব্যর্থতার প্রতিফলন ঘটে ছাত্র সংগঠনগুলোর ভেতরও। ফলে ছাত্র রাজনীতির এই স্থবির পরিবেশে আসন্ন ডাকসু নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে অনেকে মনে করছেন। অনেকের ধারণা, ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

ঐতিহ্যবাহী ডাকসুর পুরনো ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে হতাশ হতে হয়। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস একনজরে কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে খন্ড খন্ডভাবে যতটুকু জানা গেছে তাতে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই ডাকসুর ইতিহাস জড়িত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ১৯২১ সালে। আর ১৯২৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র সংসদের কার্যকলাপ শুরু হয়। তখন এর নাম ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (ডুসু)। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রই এ সংসদের সদস্য হতেন এক টাকা করে চাঁদা দিয়ে। তখনকার তিনটি হলের প্রতিটি হল থেকেই একজন করে শিক্ষক ও ছাত্র প্রতিনিধি এবং ভাইস-চ্যান্সেলর মনোনীত একজন শিক্ষক নিয়ে এ সংসদ গঠিত হত।

১৯২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের সংসদে প্রফেসর ডব্লিউ এ জেনকিন্স ছিলেন সভাপতি এবং যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছিলেন সম্পাদক। এই সময়ে ছাত্র সংসদ সাধারণ মিলনায়তন পরিচালনা, বিতর্ক সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করত। তখন হলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে ডাকসুর ভিপি ও জিএস নির্বাচিত হতেন। ১৯২৫ সালের ৩০শে অক্টোবরের সাধারণ সভায় ডাকসুর খসড়া গঠনতন্ত্র অনুমোদন করা হয়। এ গঠনতন্ত্র অনুসারে পরে নির্বাচন হয়। তবে পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে গঠনতন্ত্র সংশোধন করে ছাত্রদের সরাসরি ভোটে ডাকসু কর্মকর্তা নির্বাচনের পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

১৯২৩ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত কারা ডাকসুর ভিপি ও জিএস ছিলেন তার কোন পর্যায়ক্রমিক তালিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ডাকসু নির্বাচন হয়েছে ৩৯ বার। এর মধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ১৪ বার, পাকিস্তানী আমলে ২০ বার ও স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে পাঁচবার ডাকসু নির্বাচন হয়েছে।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে ডাকসু নির্বাচন হয়। ১৯৭৩ সালে ব্যালট বাক্স ছিনতাই-এর পর দীর্ঘ ছয় বছর ডাকসু নির্বাচন হয়নি। এরপর বিএনপি শাসনামলে ১৯ ১৯৮০ ও ৮২ সালে নির্বাচন ৮২ সালে দেশে সামরিক জারীর পর ছাত্র সংসদ বাতিল হয়। দীর্ঘ ৭ বছর পর অ ডাকসু নির্বাচন হতে যাচ্